গুয়ানতানামোর বন্দী

কিউবার গুয়ানতানামো দ্বীপে বন্দী হয়ে আছে ৫ শতাধিক 'সন্দেহভাজন সন্ত্রাসী'। আন্তর্জাতিক আইনের প্রতি বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়ে যুক্তরাষ্ট্র ব্যাপক হারে মানবাধিকার লংঘন করছে ক্যাম্প ডেলটায়। সবকিছু নিয়ে লিখেছেন **হাসান মূর্তাজা**

'তারা পৃথিবীর সবচেয়ে ভয়ঙ্কর, সুপ্রশিক্ষিত এবং অপ্রতিরোধ্য খুনিদের অন্যতম।' এটি পৃথিবী থেকে বিচ্ছিন্ন কিউবার গুয়ানতানামো দ্বীপে আটক তালেবান ও আল-কায়েদার 'সন্দেহভাজন সন্ত্রাসীদের' ব্যাপারে মার্কিন প্রতিরক্ষামন্ত্রী ডোনাল্ড রামসফেল্ডের পর্যবেক্ষণ।

২৮ বছর বয়স্ক আবদুল্লাহ কামেল গুয়ানতানামোর দুর্ভেদ্য দ্বীপে আটক 'সন্ত্রাসী'দের একজন। বাড়ি কুয়েতে। পেশায় প্রকৌশলী কামেল কাজ করতেন কুয়েতের সরকারি বিদ্যুৎ কোম্পানিতে। রামসফেল্ডের দাবি সত্য হলে কামেল একজন দুর্ধর্ষ খুনি। কিন্তু চার সন্তানের জনক কামেল হত্যা নয়, দরিদ্র আফগানদের জীবন বাঁচাতেই ঢুকেছিলেন আফগানিস্তানে। মার্কিন সৈন্যদের হাতে আটক হবার পর হয়ে গেলেন 'খুনে সন্ত্রাসী'।

কামেল একা নন, গুয়ানতানামো দ্বীপে আটক ৩৯টি দেশের ৫৬৪ জন বন্দীর

প্রকৌশলী আবদুল্লাহ এখন 'সন্ত্রাসী'

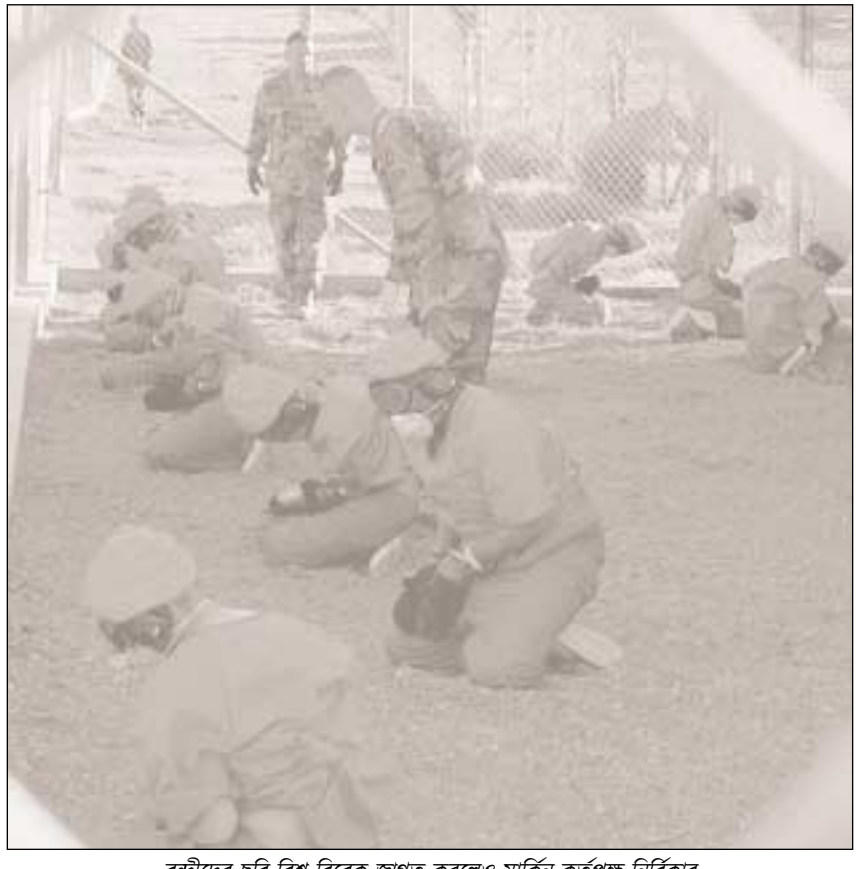

বন্দীদের ছবি বিশ্ব বিবেক জাগ্রত করলেও মার্কিন কর্তৃপক্ষ নির্বিকার

অনেকের ভাগ্যেই এমন ঘটনা ঘটেছে। কামেলদের ৫ জনের যে দলটি পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর হাতে তুলে দেয়া হয়েছিল, তাদের একজন ৫ সন্তানের পিতা কুয়েতের সরকারি অডিটর, অন্যজন কাজ করতেন কুয়েতের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে। আরেকজন কুরআনের তরুণ শিক্ষক যিনি ১৯৯৬ সাল থেকে প্রতি গ্রীষ্মে আফ্রিকা অথবা পাকিস্তানে দাতব্য কাজ করে আসছিলেন। মার্কিন সেনাবাহিনী দুর্ধর্ষ সন্ত্রাসী হিসেবে এসব নিরীহ মানুষদের বন্দী করে গুয়ানতানামোয় নিয়ে আসে। কিন্তু তার আগে এদের প্রকৃত পরিচয় কিংবা আফগানিস্তানে আসার কারণ অনুসন্ধানের ন্যূনতম প্রয়োজনটুকু বোধ করেনি। সন্ত্রাসী পাকড়াও করার ক্ষেত্রে যুক্তরাষ্ট্র আন্তরিকতার সঙ্গে আটককৃতদের অতীত খতিয়ে দেখতে সচেষ্ট হলে কামেলের মতো নিরীহ ত্রাণকর্মীদের 'সন্ত্রাসী' হিসেবে গুয়ানতানামোর দ্বীপে মানবেতর বন্দী জীবন কাটাতে হতো না। ২০০১ সালের সেপ্টেম্বরে ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টারে হামলার পর যুক্তরাষ্ট্র যখন আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধের প্রস্তুতি নিচ্ছে, কামেলের তখন ছুটি শুরু হয়েছে। অন্য কুয়েতিদের মতো সেবামূলক কাজের জন্য কামেল অফিস থেকে ছুটি পেয়েছিলেন। আরব পত্র-পত্রিকায় এ সময় যুদ্ধের ফলে যে ভয়াবহ আফগান উদ্বাস্তু সংকট শুরু হবে সেই সংক্রান্ত খবরাখবর প্রকাশিত হচ্ছে। আবদুল্লাহ দুস্থদের

সাহায্য করার জন্য আফগানিস্তানকেই সঠিক ক্ষেত্র নির্বাচন করেন। পরিবারের সব সদস্য থেকে টাকা সংগ্রহ করেন। এ সময় কামেলের যুক্তরাষ্ট্র প্রবাসী ভাই মনসুর তাকে এই বিপজ্জনক জায়গায় যেতে নিষেধ করলেও তিনি সীমান্ত বরাবর থাকবেন বলে আশ্বস্ত করেন। কিন্তু অক্টোবরে কামেল পরিবারকে জানান, তিনি আফগানিস্তানে আটকা পড়েছেন। সীমান্ত বন্ধ। তাই বের হতে পারছেন না। ডিসেম্বরে কামেল আফগানিস্তান থেকে বেরিয়ে আসার এক দুঃসাহসিক প্রচেষ্টা চালান। ৫ জন কুয়েতি, ক'জন সৌদি ও ইয়েমেনিসহ ১০ জনের দলটি স্থানীয় পথপ্রদর্শকের সহায়তায় শ্বেত পর্বতের বিপদসংকুল চড়াই-উৎরাই পাড়ি দিয়ে সীমান্তবর্তী পাকিস্তানি গ্রাম মান্দোরাই পৌঁছায়। সেখানে কামেলরা আশ্রয় নেন স্থানীয় উপজাতি নেতা মালেক মুনির হোসেনের বাড়িতে। মালেকের আত্মীয় ও প্রতিবেশীদের মতে, প্রথম প্রথম অভিযাত্রীদের দলটিকে খাবার, পানি, কম্বল দেয়া হয়। কিন্তু পরে মালেকের বিশ্বাসঘাতকতার শিকার হয় দলটি। কামেলদের দলটির গ্রামে আগমনের কয়েকদিন পরেই পলাতক আল-কায়েদার সদস্যদের ধরিয়ে দেয়ার আহ্বান সংবলিত পোস্টার

মানবাধিকারের চরম লংঘন ঘটাচ্ছে মার্কিন সেনাবাহিনী

ক্যাম্প এক্স-রে থেকে ক্যাম্প ডেল্টা

স্নায়ুযুদ্ধের স্মৃতি পৃথিবী ভুলতে বসলেও, গুয়ানতানামো বে-র মার্কিন সৈনিকদের জীবনে তা নিত্যদিনের বাস্তবতা। ২৮ কিলোমিটার ব্যাসার্ধের বেড়ার একপাশে মার্কিন নৌসেনা, অন্যপাশে কিউবার সীমান্তরক্ষী। কম্যুনিস্ট কিউবার কাছ থেকে এক সময় লিজ নেয়া দ্বীপটিতে তাই স্নায়ুযুদ্ধ এখনও বিরাজমান।

১৯০৩ সালে প্রেসিডেন্ট থিওডর রুজভেল্ট এক চুক্তি স্বাক্ষরের মাধ্যমে গুয়ানতানামো দ্বীপে মার্কিন নৌঘাঁটি প্রতিষ্ঠা করেন।

১৮৯৮ সালে স্প্যানিশ-আমেরিকান যুদ্ধের সময় মার্কিন নাবিকরা দ্বীপটিতে প্রথম পদার্পণ করে। মূলত সে সময় থেকেই মার্কিনিরা কিউবার অন্যতম প্রাকৃতিক বন্দরটি চেয়ে আসছিলো। লিজ নেয়ার পর বার্ষিক মাসোহারা দিয়ে আসছে আমেরিকা। এক শতাব্দীর আগে নির্ধারিত ২০০০ স্বর্ণমুদ্রা, যার বাজারমূল্য ৪০০০ ডলার, যুক্তরাষ্ট্র প্রতিবছর পরিশোধ করলেও ক্যাস্ট্রো তা গ্রহণ করছেন না।

১৯৫৯ সালে বিপ্লবের মধ্য দিয়ে কিউবার ক্ষমতায় বসেন ফিদেল ক্যাস্ট্রো। এ সময় কিউবার আপত্তি সত্ত্বেও তৎকালীন মার্কিন প্রেসিডেন্ট আইজেনহাওয়ার গিট্‌মো দ্বীপের মর্যাদা অপরিবর্তিত থাকার ঘোষণা দেন। অবশ্য ১৯৬২ সালে কিউবার মিসাইল সংকটের সময়, যখন মার্কিন প্রেসিডেন্ট জন এফ কেনেডি সোভিয়েট পরমাণু মিসাইল সরিয়ে নেয়ার জন্য কিউবা অবরোধ করেন, এরপর থেকে দু'পক্ষের মধ্যে উত্তেজনা কমতে থাকে। বর্তমানে কিউবার ফ্রন্টিয়ার ব্যাটেলিয়ন বা মার্কিন সৈন্যরা কেউ কাউকে সম্ভাব্য ভীতি হিসেবে দেখে না। এমনকি মার্কিন সৈন্যরা নিজেদের অংশের মাইন অপসারণ করেছে। কিউবাও দ্বীপটিতে পর্যটন শিল্পের প্রসারের চেষ্টা করছে। এজন্য একটি রেস্তোরাঁ, বার ও বিভিন্ন জলক্রীড়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে। দ্বীপটিতে প্রতিবছর প্রায় হাজার তিনেক পর্যটক ভ্রমণ করেন।

পৃথিবী বিচ্ছিন্ন এই দ্বীপটিতেই, যার ডাক নাম 'গিট্‌মো', আটক রাখা হয়েছে পাঁচ শতাধিক সন্দেহভাজন তালেবান ও আল-কায়েদা সন্ত্রাসীকে। বিল ক্লিনটন কসোভো উদ্বাস্তুদের গুয়ানতানামোয় রাখতে চেয়েছিলেন, পরে অবশ্য সেই পরিকল্পনা বাতিল করা হয়। প্রথম পর্যায়ে দেড়শ' তালেবান ও আল-কায়েদা বন্দীকে দ্বীপে নিয়ে আসা হয়। এ সময় তাদের রাখা হয় ক্যাম্প এক্স-রেতে। '৯০ সালে যখন ক্যাম্পটিতে হাইতি উদ্বাস্তুদের রাখা হয়েছিল তখন থেকে এর

এ সপ্তাহের বিশ্ব

দক্ষিণ এশিয়া সফরে পাওয়েল

মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী কলিন পাওয়েল পাকিস্তান ও ভারতে এক ঝটিকা সফর শেষে ফিলিপাইন গেছেন। পাক-ভারত সফরে পাওয়েল কাশ্মীর বিরোধ নিরসনের ব্যাপারে আলোকপাত করেন। পাওয়েল ঘোষণা করেন, কাশ্মীর আন্তর্জাতিক বিরোধের অংশ এবং এই সমস্যা নিরসনে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের দায়িত্ব আছে। এর মাধ্যমে পাওয়েল মূলত আন্তর্জাতিক মধ্যস্থতার প্রস্তাব দিলেন। পাকিস্তান এই প্রস্তাবে সাড়া দিলেও ভারত তা প্রত্যাখ্যান করেছে। এদিকে বাসিলান দ্বীপে আবু সায়াফ গেরিলাদের দমনে মার্কিন সাহায্যের প্রস্তাব নিয়ে পাওয়েল ফিলিপাইন গেছেন।

ক্লার্ক পুনর্নির্বাচিত

নিউজিল্যান্ডের লেবার দলীয় প্রধানমন্ত্রী হেলেন ক্লার্ক পুনরায় প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হয়েছেন। তবে তাকে ছোট ছোট কয়েকটি দলের সঙ্গে কোয়ালিশন গঠন করতে হবে। যদিও এ দলগুলোই তাকে গত বছর ক্ষমতাচ্যুত করতে চেয়েছিল। অবশ্য ক্লার্কের লেবার পার্টি গতবারের চেয়ে বেশি আসন পেয়েছে। জৈব প্রযুক্তির মাধ্যমে উৎপাদিত খাদ্যের ওপর আরোপিত নিষেধাজ্ঞা তুলে নেয়ার উদ্যোগ নিয়ে কোয়ালিশন ভাঙনের উপক্রম হয়।

আসিয়ান সম্মেলন

ব্রুনাইয়ের রাজধানী বন্দরসেরি বাগোয়ানে ৩৫তম আসিয়ান মন্ত্রী পর্যায়ের বৈঠক শুরু হয়েছে। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার ১১টি দেশের অর্থনৈতিক সংস্থাটি ১৯৬৭ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। এবারের বৈঠকে ১১ সেপ্টেম্বরের পর পরিবর্তিত বিশ্ব পরিস্থিতিতে সন্ত্রাসবাদ নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা হবে। এছাড়া দুই কোরিয়া ও পাক-ভারতের উত্তেজনা প্রশমনের জন্য আসিয়ান পররাষ্ট্রমন্ত্রীরা আহ্বান জানাবেন। পরে মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী আসিয়ান নেতৃবৃন্দের সঙ্গে একটি বৈঠক করবেন।

তুরস্কে জরুরি অধিবেশন

তুরস্কের পার্লামেন্ট এক জরুরি অধিবেশনের আহ্বান করেছে। রাজনৈতিক সংকট সমাধানের জন্য সাধারণ নির্বাচন এগিয়ে আনতে এই অধিবেশন ডাকা হলো। যদিও প্রধানমন্ত্রী বুলেন্ত এজেভিট এ ব্যাপারে পার্লামেন্টকে সতর্ক করে দিয়েছেন। যুক্তরাষ্ট্র ইরাক আক্রমণের যে প্রস্তুতি শুরু করেছে তাতে তুরস্কের একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। এ সময় দুর্বল কোয়ালিশন দেশটির অবস্থানকে আরো দুর্বল করবে। সম্প্রতি জরিপে দেখা যায়,

ক্যাম্প এক্সরের তুলনা চলে নাৎসী ডিটেনশন ক্যাম্পের সাথে

পরিচিতি ক্যাম্প এক্স-রে নামে। ১.৮ মি. বাই ২.৪ মি. দৈর্ঘ্য-প্রস্থের লোহার শিকের দেয়াল, কংক্রিটের মেঝে ও টিনের ছাদ দেয়া খাঁচায় রাখা হয় তাদের। পাতলা সবুজ ম্যাট ও কম্বল দেয়া হয় ঘুমানোর জন্য। বন্দীদের গোসল ও ব্যায়ামের সুযোগ দেয়া হয়। তাছাড়া ডাক্তারি সেবা এবং বিভিন্ন রকম খাদ্যের ব্যবস্থাও করা হয়। যার মধ্যে আছে ব্যাগেল, চিজক্রিম, ভাত এবং শিমের বিচি। প্লাস্টিকের প্লেট চামচ। খাবার শেষে বন্দীরা বিশেষভাবে তৈরি ছোট হাতলের টুথব্রাশ ব্যবহার করতে পারবে। এক্ষেত্রে বিশেষ সতর্কতার কারণ হলো– '৯৮ সালে মার্কিন অ্যাম্বেসিতে বোমা বিস্ফোরণের দায়ে বিচারাধীন মামদুহ সালিম নামে একজন অপরাধী চিরুনি দিয়ে একজন গার্ডকে আহত করেছিল।

এবছর মার্চে শতাধিক বন্দী অনশন শুরু করেন। কারণ নামাজ পড়ার সময় একজন বন্দীর মাথার পাগড়ি খুলে ফেলে দেয়া হয়। কর্তৃপক্ষের বক্তব্য ছিল পাগড়িতে অস্ত্র লুকানো থাকতে পারে। অবশ্য বন্দীদের যাবতীয় তল্লাশি ও পর্যবেক্ষণের পরও সেখানে অস্ত্র কিভাবে আসতে পারে এ প্রশ্নের কোনো উত্তর পাওয়া যায়নি।

বন্দীদের বর্তমানে ক্যাম্প ডেল্টায় স্থানান্তর করা হয়েছে। ডেল্টা অপেক্ষাকৃত স্থায়ী আবাস। কর্তৃপক্ষ বলছে, বন্দীদের এখানে অন্তত দু'বছর থাকতে হবে। যে পর্যন্ত না জিজ্ঞাসাবাদ শেষ হয়। কিন্তু, ক্যাম্প এক্স-রে থেকে ডেল্টায় স্থানান্তর বন্দীদের মানবেতর জীবনে যে খুব সামান্য পরিবর্তন আনবে, একথা বলাই বাহুল্য।

সাঁটানো হয়। এসব সদস্য বন্দীবাহী গাড়ি থেকে পালিয়ে গিয়েছিলো। মোটা অঙ্কের টাকার বিনিময়ে মালেক পাঁচ কুয়েতি এবং তাদের সঙ্গীদের পাকিস্তান সরকারের স্থানীয় 'রাজনৈতিক এজেন্ট'দের হাতে তুলে দেন। স্থানীয়রা বলছে, মালেক এবং এজেন্ট জানতেন এরা সেই পলাতক নয়। কিন্তু তাতে কিছু যায়-আসে না। এজেন্ট বলতে পারবেন তিনি ১৫ জন পলাতকের ১০ জনকে পুনরায় গ্রেপ্তার করেছেন। এদের প্রথমে আলিজাই জেলে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে ২০ জন ধারণক্ষম কক্ষে আরও ১৪০ জন বন্দীর সঙ্গে তাদের রাখা হয়। পচা খাবার খেয়ে সেখানে সবাই ডায়রিয়ায় আক্রান্ত হন। পরে তাদের কোহাট জেলে এবং ফেব্রুয়ারিতে গুয়ানতানামো বে দ্বীপের 'ক্যাম্প এক্স-রে'তে নিয়ে যাওয়া হয়। এর আগে কোহাট জেল থেকে স্থানান্তরের সময় কুয়েতিরা দুই পৃষ্ঠার একটি নোট লেখে পাকিস্তানে নিযুক্ত কুয়েতি রাষ্ট্রদূতের বরাবর। সেখানে তারা কসম কেটে লেখে তারা আফগানিস্তানে এসেছিলেন দাতব্য কাজে। কিন্তু সেই চিঠি কখনোই কর্তৃপক্ষ বরাবর পৌঁছেনি।

গুয়ানতানামোর বন্দীদের সবাই কামেলের মতো নিরপরাধ একথা অবশ্য বলা যায় না। অনেকের বিরুদ্ধে নিজ দেশে অপরাধের রেকর্ড আছে। অনেকেই জঙ্গি ইসলামী সংগঠনের কর্মী। কিন্তু কামেলের মতো অনেকেই আছেন যারা আইনসম্মতভাবে আফগানিস্তানে গিয়েছিলেন। তাদের লক্ষ্য ছিল খরা, দুর্ভিক্ষ এবং যুদ্ধপীড়িত সাধারণ আফগানদের সাহায্য করা। তাদের অনেকের ফিরে আসার পরিকল্পনা থাকলেও অবস্থার কারণে বের হয়ে আসা সম্ভব হয়নি। উপরন্তু, তালেবানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু হলে আফগানরাও আরবদের বিরুদ্ধে চলে যায়। কে কোন উদ্দেশ্যে এসেছিল তা গৌণ হয়ে পড়ে।

এখন প্রশ্ন, এসব বন্দীর ভাগ্যে কি আছে? এক্ষেত্রে সবচে' গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার বন্দীদের

নির্বাচন অনুষ্ঠিত হলে ইসলামপন্থি দল জিততে পারে।

নতুন বাণিজ্য বিল

বাণিজ্য চুক্তি সম্পাদনে অধিক ক্ষমতার বিধান সংবলিত একটি নতুন বিল মার্কিন সিনেটে পাস হতে যাচ্ছে। ফলে প্রেসিডেন্ট বুশ নতুন বাণিজ্য চুক্তি সম্পাদনে অধিক ক্ষমতা লাভ করবেন। বস্ত্রখাতের বিরোধিতা সত্ত্বেও কংগ্রেস বিলটি পাস করবে। 'ফাস্টট্র্যাক' নামের এই আইন মার্কিন কর্তৃপক্ষকে বাণিজ্য আলোচনার ব্যাপারে ক্ষমতা দেবে, যার ফলে বিশ্ববাণিজ্য সংস্থায় যুক্তরাষ্ট্র অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে পারবে। নতুন আইনে ক্যারিবিয়ান ও আফ্রিকান দেশগুলোর জন্য বাণিজ্য সুবিধা থাকবে।

জালিয়াতি রোধে পদক্ষেপ

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বড় বড় প্রতিষ্ঠানগুলোর আর্থিক জালিয়াতি রোধে কঠোর পদক্ষেপ নেয়ার ঘোষণা দিয়েছেন প্রেসিডেন্ট বুশ। নবেম্বরে অনুষ্ঠিতব্য কংগ্রেস নির্বাচনকে সামনে রেখে বিনিয়োগকারীদের আস্থা ফিরিয়ে আনার পদক্ষেপ হিসেবে এ ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে। এক্ষেত্রে ডেমোক্র্যাট ও রিপাবলিকানরা ঐকমত্যে পৌঁছেছে। নতুন আইন অনুযায়ী, অডিট কোম্পানিগুলোর হিসাব নিরীক্ষা তত্ত্বাবধানের জন্য একটি পর্যবেক্ষণ বোর্ড গঠন করা হবে। তাছাড়া ব্যবসায়িক প্রতারণার জন্য কারাদণ্ডের সর্বোচ্চ মেয়াদ ২০ বছর ও সিকিউরিটিজ প্রতারণার জন্য সর্বোচ্চ ২৫ বছর মেয়াদের কারাদণ্ডের ব্যবস্থা রাখা হবে।

জেরুজালেমে আত্মঘাতী বোমা

জেরুজালেমের হিব্রু বিশ্ববিদ্যালয়ে এক আত্মঘাতী বোমা আক্রমণে ৭ জন নিহত ও ৭০ জন আহত হয়েছে। নিহতদের ৫ জনই আমেরিকান। হামাসের মুখপাত্র জানিয়েছে, গত সপ্তাহে গাজায় ইসরাইলি ক্ষেপণাস্ত্র হামলার প্রতিশোধ হিসেবে এ হামলা চালানো হয়েছে। এ হামলার প্রতিশোধ হিসেবে ইসরাইল জেরুজালেম ও হেবরনে বুলডোজার ও ট্যাঙ্ক বহর দিয়ে ধ্বংসযজ্ঞ শুরু করেছে।

সাদ্দামের প্রস্তাব

ইরাকের প্রেসিডেন্ট সাদ্দাম হোসেন জাতিসংঘের অস্ত্র পরিদর্শক দলের প্রধানকে আলোচনার জন্য ইরাকে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। ইরাক এজন্য সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব সংবলিত একটি পত্র জাতিসংঘে উপস্থাপন করেছে। কিন্তু মার্কিন প্রেসিডেন্ট বুশ বলেছেন, ইরাকের কৌশল সত্ত্বেও যুক্তরাষ্ট্র সাদ্দাম উৎখাতের প্রচেষ্টা থেকে পিছু হটবে না। এদিকে জার্মানি, সৌদি আরব, জর্ডান ও ইরান সম্ভাব্য ইরাক আক্রমণের বিরোধিতা করেছে।

আইনগত মর্যাদা। যুক্তরাষ্ট্র বলছে বন্দীরা 'অবৈধ যোদ্ধা'। মার্কিন প্রেসিডেন্টের ডিক্রি অনুযায়ী, ১৯৪৯ সালের জেনেভা কনভেনশন অনুযায়ী 'যুদ্ধবন্দির' মর্যাদা তারা পাবে না। এক্ষেত্রে গুয়ানতানামোর বন্দীদের ভবিষ্যৎ অত্যন্ত অনিশ্চিত। কারণ জেনেভা কনভেনশন অনুযায়ী 'যুদ্ধবন্দিরা' যেসব সুযোগ বা অধিকার পেয়ে থাকে, এসব বন্দী সেগুলো পাবে না। যুক্তরাষ্ট্র 'অবৈধ যোদ্ধা'র যে উপাধি উদ্ভাবন করেছে তার কোনো আইনগত ভিত্তি নেই। ১৯৪২ সালে জার্মান আত্মঘাতীদের জন্য এ ধরনের একটি শব্দসমষ্টি ব্যবহার করা হয়েছিল।

যুক্তরাষ্ট্র বলছে, এসব বন্দীদের জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। আল-কায়েদা ও অন্যান্য সন্ত্রাসী সংগঠনের কার্যকলাপ সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহের জন্য জিজ্ঞাসাবাদই তাদের প্রাথমিক লক্ষ্য। জেনেভা কনভেনশন অনুযায়ী অবশ্য যুদ্ধবন্দিদের জিজ্ঞাসাবাদ করা যায়। এক্ষেত্রে একজন বন্দী কেবল তার নাম, পদবী, ক্রমিক নম্বর এবং জন্ম তারিখ ছাড়া অন্য কোনো তথ্য প্রকাশে বাধ্য নয়। কিন্তু প্রেসিডেন্ট বুশ সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যে যুদ্ধের ঘোষণা দিয়েছেন, কেবল এসব তথ্য সেই যুদ্ধকে এগিয়ে নিয়ে যাবার জন্য যথেষ্ট নয়। আর এ কারণেই এসব বন্দীদের যুদ্ধবন্দির মর্যাদা দিতে মার্কিন সরকারের এতো গড়িমসি। তাছাড়া যুদ্ধবন্দিদের আরো কিছু অধিকার দিতে হয়। যেমন– বন্দীদের সংগঠন করার, তাদের নিজস্ব আইনজীবী নির্বাচনের, পর্যবেক্ষকদের সঙ্গে সাক্ষাতের এবং প্রতি মাসে পরিবারের কাছে অন্তত দু'টি চিঠি পাঠানোর। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্র গুয়ানতানামোর বন্দীদের এর কোনোটিই দিতে আগ্রহী নয়। এমনকি

মার্কিন নৌ-ঘাঁটির প্রবেশদ্বার

গুয়ানতানামো বে

১৮৯৮	:	স্প্যানিশ-আমেরিকান যুদ্ধের সময় মার্কিন নৌবাহিনী প্রথম দ্বীপটিতে আসে।
১৯০৩	:	প্রেসিডেন্ট থিওডর রুজভেল্ট লিজে স্বাক্ষর করেন।
১৯৩৯	:	২য় বিশ্বযুদ্ধে মার্কিন অংশগ্রহণ আসন্ন বুঝতে পেরে প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট ঘাঁটির সম্প্রসারণের আদেশ দেন।
১৯৫৯	:	ফিদেল ক্যাস্ট্রোর বিপ্লব।
১৯৬১	:	প্রেসিডেন্ট আইজেনহাওয়ার ঘাঁটিটির মর্যাদা অপরিবর্তনের ঘোষণা দেন।
১৯৬১	:	বে অব পিগস গোলযোগের সময় সর্বোচ্চ সতর্কতা ঘোষণা করা হয়।
১৯৬২	:	কিউবার মিসাইল সংকটের সময় অধিক পরিমাণে মার্কিন সৈন্য দ্বীপটিতে আসে।
১৯৯০	:	কিউবা ও হাইতির উদ্বাস্তুদের বাসস্থানের ব্যবস্থা করা হয়।

মানবাধিকার লংঘিত হচ্ছে এই অভিযোগে আন্তর্জাতিক রেডক্রস ও অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল বন্দীদের অবস্থান পর্যবেক্ষণ করতে চাইলে যুক্তরাষ্ট্র অনুমতি দেয়নি। এছাড়া এসব বন্দীর বিরুদ্ধে এখন পর্যন্ত কোনো আনুষ্ঠানিক অভিযোগও দায়ের করা হয়নি। তাদের অপরাধ 'তদন্তের' পরিবর্তে 'জিজ্ঞাসাবাদ' করছে মার্কিন সেনাবাহিনী। উপরন্তু 'বিদেশী ভূমিতে' (কিউবা) আটক থাকায় গুয়ানতানামোর বন্দীরা মার্কিন সংবিধানের আওতায় আসবে না, যদিও এটি মার্কিন নৌঘাঁটি।

১৯৯৪ সালে 'নির্যাতন এবং অন্যান্য নিষ্ঠুর, অমানবিক অথবা মানহানিকর আচরণ অথবা শাস্তির' বিরুদ্ধে যে কনভেনশন অনুষ্ঠিত হয়েছিল, যুক্তরাষ্ট্র তার অন্যতম স্বাক্ষরদাতা। কনভেনশনের ঘোষণার দ্বিতীয় অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে 'পরিস্থিতি যত ব্যতিক্রমই হোক না কেন, যদি তা যুদ্ধাবস্থা অথবা যুদ্ধের হুমকি, অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক অস্থিরতা কিংবা অন্য জাতীয় জরুরি অবস্থাও হয়, নির্যাতনের সাফাই হিসেবে তা ব্যবহার করা যাবে না।' এর অর্থ, ১১ সেপ্টেম্বরের ঘটনার কারণে যুক্তরাষ্ট্র গুয়ানতানামোর বন্দীদের কাছ থেকে কথা আদায়ের জন্য কোনো ধরনের নির্যাতন চালাতে পারে না। কিন্তু মাথায় চটের বস্তা, হাত-পায়ে শিকল বাঁধা, প্রচণ্ড শীতে উলঙ্গ এবং ব্যাটন দিয়ে প্রহৃত যেসব বন্দীর ছবি রিলিজ পেয়েছে, তাতে কোনো সন্দেহই নেই যে, যুক্তরাষ্ট্র এসব বন্দীর ওপর নির্যাতন চালাচ্ছে। বন্দীদের কাছ থেকে নির্যাতন করে কথা আদায়ের জন্য কুখ্যাত ইসরাইলি গোয়েন্দা সংস্থা শিনবেথ এবং জর্ডানের মুহাবারাত। কিন্তু আফগানিস্তানে যেসব বন্দীর কাছ থেকে কথা আদায় সম্ভব হয়নি, আল-কায়েদা ও তালেবানদের সিনিয়র নেতারা ঠিক কোন কারণে গুয়ানতানামোয় এসে মার্কিন কর্তৃপক্ষকে তথ্য দিয়ে 'সহযোগিতা' করছেন, তা বুঝতে কষ্ট হবার কথা নয়। এক্ষেত্রে শিনবেথ-মুহাবারাত কৌশল কাজে দিচ্ছে সন্দেহ নেই।

গুয়ানতানামো দ্বীপে প্রথম পর্যায়ে ১৫৮ জন বন্দীকে নিয়ে আসা হয়। এদের রাখা হয় যে ক্যাম্পে তার পরিচিত ক্যাম্প 'এক্স-রে'। বর্তমানে অবশ্য স্থায়ী ক্যাম্প 'ডেল্টা'য় সব বন্দীকে স্থানান্তর করা হয়েছে। যা হোক, বন্দীদের দ্বীপে আনার পরপরই যুদ্ধের বন্দীনীতি সমালোচিত হয়। যে অবস্থায় বন্দীদের দ্বীপটির পশ্চিম তীরে মার্কিন নৌ ঘাঁটিতে আনা হয় তা ছিল অমানবিক। খাঁচা সদৃশ লোহার কেবিনে উন্মুক্ত আকাশের নিচে বিষাক্ত সাপ আর ইঁদুরের পালের মধ্যে শেকলে হাত-পা বাধা অবস্থায় তাদের রাখা হয়েছিল। রোদ, বৃষ্টি, বাতাসের মধ্যে তাদের খাওয়া, ঘুমানো এবং প্রার্থনা করতে হয়েছে। ফলে আন্তর্জাতিক রেডক্রস, অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল এবং হিউম্যান রাইটস ওয়াচসহ বেশকিছু মানবাধিকার সংগঠন বন্দীদের আইনগত মর্যাদার ব্যাপারে প্রশ্ন তুলতে বাধ্য হয়েছে। 'সন্দেহভাজন' বন্দীদের প্রতি যুক্তরাষ্ট্রের আচরণের সমালোচনা করেছে ফ্রান্স এবং ব্রিটেন। ক্যাম্পের অবস্থা এবং সেখানে 'মর্যাদাহীন বন্দীদের' আটক রাখার জন্য সমালোচনা করেছে কিউবাও। এছাড়া সৌদি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী প্রিন্স নায়েফও ক্যাম্পে আটক সৌদি নাগরিকদের সৌদি কর্তৃপক্ষের হাতে তুলে দেয়ার আহ্বান জানিয়ে ব্যর্থ হয়েছেন। যুক্তরাষ্ট্র পরিষ্কার জানিয়ে দিয়েছে, এসব লোককে পুনরায় রাস্তায় দেখা যাক তারা তা চায় না।

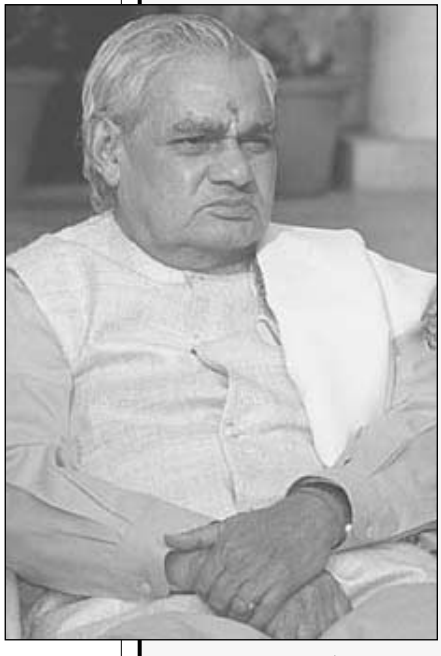

বন্দীদের ব্যাপারে যুক্তরাষ্ট্রের এহেন মনোভাব ভাবিয়ে তুলেছে বিশ্বের মানবতাবাদী সম্প্রদায়কে। তাদের পক্ষ থেকে যেসব দাবি উঠেছে তা হলো : বন্দীদের আইনগত মর্যাদা নির্ধারণ করতে হবে; স্ব স্ব দেশের প্রতিনিধির সঙ্গে বন্দীদের সাক্ষাতের অনুমতি দিতে হবে; আটক প্রত্যেকের বিরুদ্ধে সুনির্দিষ্ট অভিযোগ আনতে হবে ও যথাযথ অনুসন্ধান চালাতে হবে; অন্যথায় বন্দীদের মুক্তি দিতে হবে। তাছাড়া আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংস্থাগুলোকে বন্দীদের অবস্থা পর্যবেক্ষণের অনুমতি দিতে হবে। এক্ষেত্রে মার্কিন প্রশাসনকে সতর্ক করে দিয়ে পশ্চিমা প্রেস বলেছে, 'বন্দীদের অনির্দিষ্টকালের জন্য আইনের আওতার বাইরে রাখার অর্থ হবে আইনের শাসনের দেশ আমেরিকাকে আইনের বাইরে রাখা।'

অবসরে বাজপেয়ি?

প্রবীণ কমিউনিস্ট নেতা জ্যোতি বসু পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রীর পদ থেকে অবসর নেয়ার আগে নতুন একটি ক্ষেত্র প্রস্তুত করেছিলেন। বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যকে সেদিন উপ-মুখ্যমন্ত্রী করেছিলেন। উদ্দেশ্য ছিল, তাঁর অবসর নেয়ার আগে উত্তরসূরিকে ওই আসনে বসানো।

জ্যোতি বসুর ২০০০ সালের ৩ মে ছিল মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে তাঁর জীবনের শেষ দিন। ৬ মে বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য উপ-মুখ্যমন্ত্রী থেকে মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ নেন। এভাবেই পালাবদল ঘটান জ্যোতি বসু। বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য হয়ে যান এই রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী। ২০০১ সালের মে মাসের বিধান সভার নির্বাচন ইতিমধ্যে অনুষ্ঠিত হয় মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের নেতৃত্বে।

এবার সেই পশ্চিমবঙ্গেরই ছায়া পড়ে গেছে কেন্দ্রীয় সরকারের ওপর। দিল্লির মসনদে। ইতিমধ্যে খবরটি রটে গেছে, প্রধানমন্ত্রী বাজপেয়ি বোধহয় অবসর নিতে চলেছেন। তার প্রাক-অবসরকালে তিনি রাজনৈতিক ক্ষেত্রও তৈরি করে ফেলেছেন। পশ্চিমবঙ্গের ধাঁচে উপ-প্রধানমন্ত্রী করেছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী লালকৃষ্ণ আদভানিকে। উদ্দেশ্যও নাকি জ্যোতি বসুর ন্যায়। আদভানিকে প্রধানমন্ত্রীর আসনে বসানো এবং নিজেকে ধীরে ধীরে গুটিয়ে নেয়া।

গত ২৬ জুলাই আনন্দবাজার পত্রিকাও লিখেছে 'ক্লান্তির জন্য বাজপেয়ি নিজেকে গুটিয়ে নিচ্ছেন'। বাজপেয়ি ক্লান্ত। তাই তিনি বিজেপি নেতাদের জানিয়েও দিয়েছেন তিনি সংসদে বা দলীয় বৈঠকে নিয়মিত আসছেন না। আর প্রধানমন্ত্রী খুব ক্লান্ত বলে মন্ত্রিসভার দিনও বদল করে দেয়া হয়েছে। আগে মঙ্গলবার বসতো মন্ত্রিসভার বৈঠক। একই দিন আবার বসতো বিজেপির সংসদীয় দলের বৈঠক। এবার মন্ত্রিসভার বৈঠক বসছে সোমবার বা বুধবার। একদিনে দু'টি বৈঠক প্রধানমন্ত্রী করতে পারবেন না বলে এই সিদ্ধান্ত। তাই বিজেপির একাংশের নেতা এখনও মনে করছেন, বাজপেয়ি ধীরে ধীরে নিজেকে গুটিয়ে নিচ্ছেন। আদভানিকে উপ-প্রধানমন্ত্রী করাটা তাঁর প্রথম ইঙ্গিত। এমনও শোনা যাচ্ছে, প্রধানমন্ত্রী নাকি বিজেপির কিছু নেতাকে জানিয়েছেন, তিনি খুবই ক্লান্ত। তাঁর আর ভালো লাগছে না। তিনি সবকিছু ছেড়ে দিতে চান। এমনকি এখন তিনি উত্তর প্রদেশের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেওয়ার দায়িত্বও ছেড়ে দিয়েছেন আদভানির ওপর।

আদভানি অবশ্য একথা বলেছেন 'প্রধানমন্ত্রী বাজপেয়ি আগামী লোকসভা নির্বাচনে আর প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে চান না বলে আমাকে জানিয়েছেন। আমি প্রধানমন্ত্রীকে অনুরোধ করে জানিয়ে বলেছি, তা হবে না, পার্টি এবং আমিও চাই আগামী লোকসভা নির্বাচন আপনার নেতৃত্বেই হবে'। ফলে একথা দ্বারা এটা স্পষ্ট হয়ে গেছে বাজপেয়ি সত্যিই অবসর নিতে চাইছেন। এদিকে রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন, বাজপেয়ি শেষ পর্যন্ত আগামী নির্বাচনে অংশ নাও নিতে পারেন। এই সম্ভাবনাকে সামনে রেখেই বাজপেয়ি তার উত্তরসূরি আদভানিকে নির্বাচন করেছেন। এখন বসিয়েছেন তাকে উপ-প্রধানমন্ত্রী পদে। এটিই বাজপেয়ির অবসর নেয়ার প্রথম ক্ষেত্র। এদিকে বিহারের রাষ্ট্রীয় জনতা দল নেতা লালুপ্রসাদ যাদব মন্তব্য করেছেন, 'উপ-প্রধানমন্ত্রী আদভানিকে দায়িত্ব ছেড়ে দিতে তৈরি প্রধানমন্ত্রী'। লালুপ্রসাদ ভবিষ্যদ্বাণী করে বলেছেন, অন্তবর্তী ভোট আসছে ২০০৪ সালের মার্চ মাসে। যদিও বাজপেয়ি সরকারের মেয়াদ শেষ হচ্ছে ২০০৩ সালের অক্টোবর মাসে।

অন্যদিকে কুলদীপ নায়ারের মতো প্রখ্যাত সাংবাদিকও মনে করছেন আগামী লোকসভার নির্বাচন আদভানির নেতৃত্বেই অনুষ্ঠিত করার প্রস্তুতি নিচ্ছে বিজেপি। ফলে, প্রকারান্তরে এই সত্যটিই ফুটে উঠেছে, অবসর নেয়ার জন্যই হয়তো বাজপেয়ি তার ক্ষেত্র প্রস্তুত করছেন। হয়তো এক সময় অবসর নিয়েও বসবেন।

কলকাতা থেকে **মুক্তি চৌধুরী**